খবরের প্রতিবাদ

শুভ দিন
Matrimony

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 60 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 26 September, 2025 ● ৯ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

দুর্গাপুজোর প্রাক মুহূর্তে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫০.৬৫ কোটি টাকার আর্থিক অনুমোদন মুখ্যমন্ত্রীর

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। দুর্গাপূজা উৎসবের প্রাক মুহূর্তে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আর্থিক অনুমোদন প্রদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৫০.৬৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, এই ঘোষিত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে রাজ্যের ১৪টি মিউনিসিপালিটি (পুর সংস্থা) এবং ৬টি নগর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানীয় জল, জল নিষ্কাশন, রাস্তা নির্মাণ, মূলধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, নবনির্মিত ওয়ার্ড/নগর পঞ্চায়েতগুলিতে রাস্তার আলো, অনলাইন পরিষেবা প্রদান, বৈদ্যুতিক শ্মশান নির্মাণ ইত্যাদির জন্য ১২ কোটি টাকার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।ডাঃ সাহা জানান, আসন্ন দুর্গাপূজায় জনসাধারণের সুবিধার্থে

প্রত্যেক জেলাশাসককে নানা ধরনের স্থায়ী সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজের জন্য ৯.৩৭ কোটি টাকার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের ৬টি আরডি ডিভিশন যেমন- তেলিয়ামুড়া, অমরপুর, কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, সাতচান্দ, শান্তির বাজার কে পূর্ব-অনুমোদিত বিভিন্ন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ৯.২৮ কোটি টাকার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।এর পাশাপাশি আগরতলা শহর এলাকায় দুর্গা চৌমুহনী থেকে লেক চৌমুহনী, লেক চৌমুহনী থেকে রাধানগর ও বুদ্ধমন্দির হয়ে রাধামাধব উন্নয়ন সংঘ এবং প্রগতি স্কুল থেকে বুদ্ধমন্দির হয়ে ক্যান্টনমেন্ট সড়কের উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে ১৭.৩৮ কোটি টাকা। এই তথ্য জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্পের (স্কুল এমডিএম) আওতায় কর্মরত ১১, ১৫০ জন রাঁধুনি-কাম-সহায়ক কর্মীদের জন্য ফেস্টিবল গ্রান্ট বাবদ ২,৩১০ টাকা করে মোট ২.৫৮ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের (পিএম-পোষণ) অধীনে ২৬ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য বোনাস এবং অ্যাডভান্স বাবদ মোট ৩.৬০ লক্ষ টাকার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং রাজ্যের দপ্তরগুলির সাথে পরামর্শ করে একই দিনে এসকল প্রকল্পগুলির জন্য সর্বমোট ৫০.৬৫ কোটি টাকার অনুমোদন প্রদান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিদেশে চাকরি দেবার নাম করে ৭ জন কে পাচার করার কাণ্ডে অভিযুক্ত কামাল

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। এবার এক দালালের খপ্পরে পরে

প্রতারণার শিকার হল ত্রিপুরা রাজ্যের ধনপুর বিধানসভার ৭ জন ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনে জানা যায় সোনামুড়া রাঙ্গামাটি ভোলামুড়ার কামাল মিয়া নামে এক বিদেশি দালাল, সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর বিধানসভার, ধনপুর তারা পুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের, খুরশেদ আলম, বাচ্চু মিয়া, সহ মোট সাতজন ব্যক্তিকে দু লক্ষ টাকার বিনিময়ে দুবাইতে নিয়ে যান। কথা ছিল ৪৫ হাজার টাকার বেতন, আর কাজ হবে ক্লিনার। কিন্তু দালাল কামাল মিয়া তাদেরকে দুবাইতে নিয়ে, ক্লিনারের পরিবর্তে রাজমিস্ত্রির কাজে লাগিয়ে দেন। বিদেশে রাজমিস্ত্রি কাজ মানে, কঠোর পরিশ্রম, সবার দ্বারা বিদেশের রাজমিস্ত্রি কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আরও অভিযোগ উঠেছে, তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে, তাদের স্বামীকে, দুবাই তে অন্য দালালের কাছে বিক্রি করে দেয় এই কামাল। এই সাত জন ব্যক্তির অবস্থা দুবাইতে এতটাই শুচনীয়, এরা পাচ্ছে না সঠিকভাবে খাওয়া খাদ্য , না পাচ্ছে কোনো সুযোগ-সুবিধা। তাই সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের পরিবারের স্ত্রী ছেলে সন্তানরা, তাদের স্বামীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য, প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, তাছাড়া দালাল কামালের বিরুদ্ধে তারা মামলা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফর কালীন এক গুচ্ছ বিতর্ক ও হতাশা

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রীর আগমন কে ঘিরে আঁটসাঁট নিরাপত্তা, আঁটকে দেওয়া হল যান চলাচল, পরীক্ষা দিতে যাওয়া হল না শিক্ষার্থীদের। কেউ পরীক্ষা দিতে কলেজ যাবে, কেউ বা অসুস্থ রোগী নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে। কিন্তু তাদের গন্তব্যে পৌঁছানো আর হল না সময় মতো। কারণ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। আর তাই চারিদিকে নিরাপত্তা বলয় শক্ত করতে গিয়ে সাধারণ জনজীবন এর গতিশীল চাকা রুখে দিলো প্রশাসন। ২২শে সেপ্টেম্বর উদয়পুর মাতাবাড়ি তে প্রসাদ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে আসেন প্রধানমন্ত্রী। আর উনার সফর কে কেন্দ্র করে জাতীয় সড়কে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যদিও উনি আকাশপথে উড়ে যান উদয়পুরে। তবু উনার কনভয় এবং অন্যান্য নিরাপত্তা শীল গাড়ি গুলো সড়ক ধরেই পৌছায় উদয়পুরে। আর তাঁর জন্যে গোটা রাস্তা ব্যাপি প্রশাসনিক আধিকারিক দের তত্বাবধানে চলছিল যান পরিষেবা। যাতে করে একাধিক জায়গায় যান বাহন চলাচল আঁটকে দেয় পুলিশ। এদিন কেউ কেউ কলেজে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন, কেউ বা হাসপাতালে যাচ্ছিলেন রোগী নিয়ে। কিন্তু এই জ্যাম এর মুখে পরে তাদের অনেকের ই পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। কেউ আবার সময় মতো হাসপাতালে পৌছাতে না পেরে আরও অসুস্থ হয়ে পরে। আর মূলত এই ঘটনা উঠে আসে এদিন বিশালগড় মহকুমা থেকে। বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ কলেজ গামী একাধিক ছাত্র রাস্তায় আটকা পরে যায়। তারা এদিন ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এবং অভিযোগ করেন তাদের বহু বার বলা সত্বেও পুলিশ নাকি পথ ছাড়েনি। উল্টে তারা বলেন যে তাদের অনুমতি নেই। অতঃপর ছাত্রেরা হতাশ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। গোটা ঘটনা আমাদের সংবাদ প্রতিনিধির ক্যামেরায় বন্দী হয়। ততসঙ্গে ভোগান্তির শিকার সাধারণ জনতা এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন। প্রশ্ন তো এটাই, যাকে জনসেবায় নিয়োজিত থাকার জন্যে ভোট দিয়ে মানুষ জনপ্রতিনিধি, মুখ্যমন্ত্রী, কিংবা প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাচ্ছেন তাদের কয়েক ঘণ্টার সফর কিংবা অনুষ্ঠান সুচির কারণে সেই আম ভোটার , আম জনতার কতই না ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বহু মানুষ এই বিষয় গুলো কে ভালো চোখে দেখেন না এবং তারা এর পেছনে অপরিকল্পিত পরিকাঠামো কেই সর্বাধিক দায়ী করছেন।

মাতৃদুগ্ধ পান করতে গিয়ে দেড় মাসের শিশুর মৃত্যু

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। সন্তান কে

বুকে জড়িয়ে দুধ পান করাচ্ছিলেন মা। স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাঁর ছোট্ট শিশু সন্তান এর এই পরিণতি হবে। দুধ খাওয়ার সময় শিশুর নাকে মুখে আচমকা দুধ ঢুকে মৃত্যু হয় দেড় মাসের শিশু প্রীতিশ শীলের। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকালে চড়িলাম বাজার সংলগ্ন মধ্যপাড়া এলাকায়। শিশুটিকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় থেকে আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে শিশুটি। এই ঘটনায় শোক স্তব্ধ গোটা চড়িলাম। শিশুটির বাবা পঙ্কজ শীল বায়ু সেনাতে কর্মরত বলে জানা গেছে। এদিকে সন্তান কে হাড়িয়ে কান্নায় খানিক বাদে বাদেই অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন জন্মদাত্রী মা। পরিবার শুদ্ধ এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে আছে। এদিকে বায়ু সেনায় কর্মরত পিতা সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসতে চেষ্টা করছেন , শিশু কে শেষ বারের মতো একটু দেখবেন বলে। কিন্তু খবর লেখা অব্দি উনি গৌহাটি তেই আঁটকে ছিলেন বলে জানা যায়। সদ্যজাত দেড় মাস বয়সী শিশু টির জীবনের এতো অল্প সময় নিয়ে আসা যেন সকলকেই ব্যাথিত করে দিয়ে গেছে।

৮০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ হয়েও মেলেনি ভাতা মেলেনি মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ৬ বছরের শিশুটি জটিল রোগে আক্রান্ত। জন্ম থেকেই ৮০ দিব্যাঙ্গ সে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে তাঁর যেটা সর্ব প্রথম প্রাপ্য সেটা হচ্ছে একটা সরকারি মাসিক ভাতা। এক্ষেত্রে স্থানীয় নেতা নেত্রীরা সবার প্রথমে এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু , এই শিশুটিকে সাহায্য করা বহুদূর উল্টে স্থানীয় কাউন্সিলর নাকি একটি লিখিত দিয়ে তাঁর পরিবার কে পথে পথে ঘুরে ভিক্ষে করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। আর এই নিন্দনীয় ঘটনা অন্য কোথাও নয়। খোদ ত্রিপুরার আগরতলার বুকে। ১৩ প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র। ২০২৩ এ কেন্দ্র টি তে বাম দলীয় প্রার্থী জয়ী হবার পর থেকে কোন ধরণের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে নি। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। অন্যদিকে এই এলাকায় পুরো নির্বাচনে শাসক দলীয় যে কজন জয়ী হয়ে কাউন্সিলর হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ঘরে বসে কেবল হাই তোলেন আর সময়ে নিজের টাকা গোনেন। এছাড়া এলাকার কোনো ধরণের উন্নয়ন মূলক কাজে তাদের কে দেখা যায় না। যে শিশু টিকে নিয়ে আজকের এই প্রতিবেদন তাঁর নাম আয়ুশ ঋষি দাস। মায়ের নাম অনিতা ঋষি দাস। আড়ালিয়ার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তারা। উক্ত ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর শিল্পী দেওয়ান দাস। উনার কাছে বহুবার শিশু টি কে নিয়ে গেছিলেন তাঁর পরিবার। কিন্তু উনি তাদের হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়েছেন। যাতে লেখা আছে — " Ayush Hrishi Das , mother Smt. Anita Hrishi Das . Vill . Aralia Hrishi Coloni ২৬ ward AMC Agartala ,যার জন্ম ১৩-১১-২০১৯ জন্মের পর থেকে অজানা দুরারোগ্য রোগে ভোগছে। উক্ত শিশুর চিকিৎসার জন্য কোনো স্বহৃদয় ব্যক্তি আর্থিক সহায়তা করলে উক্ত শিশু ও তাঁর পরিবার বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়।

উক্ত পরিবার টি P/G (priority group) ভুক্ত দারিদ্র্য পরিবার। " এই হচ্ছে সেই চিঠি ও তাঁর লেখা। উপরে ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর এর নাম এবং এই চিঠির নিচে উনার স্বাক্ষর রয়েছে। স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে , উনি ঠিক কি উদ্দেশ্য লিখে এই চিঠি দিয়েছেন। একজন এলাকার কাউন্সিলর, উনি চাইলে শিশু টিকে সরকারি ভাবে সহযোগিতা পাইয়ে দেবার মতো চেষ্টা করতে পারতেন। অন্যথা উনি অন্তত তাঁর ন্যায্য ভাতা টুকুর ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তা উনি করেন নি। এদিকে পরিবার টির অভিযোগ, তারা জানুয়ারি ১ তারিখ, ২০২৫ এ অর্থাৎ নিউইয়ারের দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিশু টিকে নিয়ে গেছিলেন এবং সেখানে শিশুটিকে দেখে মুখ্যমন্ত্রী তাকে জিবি তে নিয়ে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন। সেখানে ডঃ রেডিডর তত্ত্বাবধানে আয়ুশ এর চিকিৎসা ও চলছিল। চিকিৎসক দের মতে সে অপারেশান করালে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মূলত Hydrocephalus with meningomyelocele with quardriparesis জাতীয় রোগ হয়েছে। যার ফলে তাঁর একদিকে পিঠে একটি পুজ হয়ে গেছে। আর সেই থেকে শিশুটির মাথা ক্রমশ জল জমে ফুলে উঠছে। এই করুন অবস্থা দেখেও মুখ্যমন্ত্রী কোনো ধরণের আর্থিক সহযোগিতা করেন নি বলে অভিযোগ করেছেন আয়ুশ এর দিদিমা। বর্তমানে, আয়ুশ এর মাসিক হাজার টাকার ঔষধ এবং পথ্য গ্রহন করা অত্যন্ত জরুরী। এই অবস্থায় যদি সবাই মিলে আর্থিক ভাবে আয়ুশ কে সহযোগিতা করেন তবে শিশুটি দ্রুত সুস্থ্য হয়ে উঠতে পারবে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার যদি সত্যিই স্বহৃদয় হয়ে থাকে তবে অতি দ্রুত আয়ুশ এর ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক এমনটাই আর্জি রাখছে তাঁর পরিবার।

নেশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে বিশালগড় এর যত্রতত্র এলাকা

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বিশালগড় পশ্চিম লক্ষ্মীবিল মুরাবাড়ি এলাকায়। নেশাখোর ব্যক্তি পার্থ সাহার হাতে এক মহিলা আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। আহত পার্শবর্তী এলাকার মহিলার নাম মিঠু দেবনাথ। বর্তমানে আক্রান্ত মহিলা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ নেশাখোর ব্যক্তি পার্থ সাহা কে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এই নিয়ে বিশালগড় পশ্চিম লক্ষীবিল

মুরাবাড়ি এলাকায় এক উত্তেজনা পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনা আবারো জানান দিয়ে যাচ্ছে, যে বিশালগড়ের যত্র তত্র এলাকা নেশার কবলে পরে ধীরে ধীরে যুব সমাজ কে নষ্ট করছে। বিগত কয়েক বছরে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে নেশার রমরমা বানিজ্য। তাতে বিশালগড় এর নাম ও উঠে আসছে প্রথম সারিতে। এই নিয়ে স্থানীয় মহলে দুশ্চিন্তা ক্রমশই বাড়ছে।

পুলিশের সামনেই তিন যুবকের দাদাগিরি ভাংচুর করা হল যাত্রীবাহী বাস

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। জাতীয় সড়কে ট্র্যাফিক পুলিশের সামনেই এক বাস গাড়ি আঁটকে তাতে ভাংচুর চালালও তিন যুবক। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তম ভক্ত চৌমুহনী নাকা পয়েন্টের সামনে। গতনার বিস্তারিত জানিয়ে ট্র্যাফিক বাবু জানান, উত্তম ভক্ত চৌমুহনী এলাকার নাকা পেরিয়েই দুটি বাইকে থাকা তিন যুবক আচমকা সাব্রুম গামী একটি বাস গারিকে আঁটকে দেয়। তারপর গাড়িতে থাকা যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর চালায় ঐ তিন যুবক। তাদের অভিযোগ বাস টি নাকি তাদের কে ওভার টেক করে ছুটে যাচ্ছিলো এবং অল্পেতে তাদের কে বাস টি ধাক্কা মারেনি। এই বিবাদ কে ঘিরেই মূলত এই ভাংচুর। ট্র্যাফিক বাবু তাদের কে আটকাতে চেষ্টা করলেও ঐতিন যুবক মিলে বাসটি ভাংচুর চালায়। এদিকে বাস চালকের দাবী এমন কোনো ঘটনায় ঘটেনি। বাইক আরোহীরা ভুল বশত সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনার খবর পেতেই স্থানীয়রা মিলে যুবক দের আটক করে এবং বিশালগড় থানায় খবর পাঠালে ছুটে আসে পুলিশ। এই নিয়ে চেক পোস্ট এলাকায় মুহূর্তের মধ্যেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়েন বাসে থাকা যাত্রী সাধারণ। এদিকে ঐ তিন উশৃঙ্খল যুবক কে আটক করা হয়েছে। এখন পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার বিষয়।

চুরাইবাড়ি থানায় কংগ্রেসের ডেপুটেশন পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দাবী আদায়ের এক মাত্র বিকল্প পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে পথ অবরোধ। এই সংস্কৃতি যে আগে ছিলনা তেমন টা নয়। তবে সময়ের সাপেক্ষে যেন সেই সংস্কৃতি আরও জেকে বসেছে। রাজ্যে আম জনতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল সর্ব ক্ষেত্রেই বিক্ষোভ প্রদর্শন ও দাবী আদায়ের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পথ অবরোধ বা চাক্কা জ্যাম কর্মসূচী। এমনই এক পথ অবরোধে আটকা পরে আধ ঘণ্টা যাবত অস্বস্তিতে ভুগতে হয়েছে যাত্রী সাধারণ কে। ঘটনা ৮ নং জাতীয় সড়কে। প্রসঙ্গত , বুধবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চুরাইবাড়ি থানায় এক ডেপুটেশান কে ঘিরে এই সড়ক অবরোধ করা হয়। ত্রিপুরা—আসাম সীমান্তবর্তী উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানার সামনে বুধবার এক উত্তাল আন্দোলনে সামিল হন চুরাইবাড়ি কংগ্রেস। মোট তিন দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বুধবার দুপুরে চুরাইবাড়ি থানার উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা। এই কর্মসূচী তে প্রায় শতাধিক কংগ্রেস কর্মী—সমর্থক এগিয়ে আসেন। ডেপুটেশনের

নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক আব্দুল বাছিত চৌধুরী, সদস্য গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, সহ জেলার একাধিক নেতৃত্ব। এই ডেপুটেশনে যে প্রধান দাবিগুলি তুলে ধরা হয় সেগুলো হল চুরাইবাড়ি থানার এলাকায় প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা চুরি—ডাকাতি ও নেশা ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, থানার এসআই প্রদীপ বর্মনের বিরুদ্ধে ওঠা নানাবিধ অভিযোগের তদন্ত করা এবং তাঁকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অবিলম্বে অপসারণ ও তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া। কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে তা বন্ধ করা এবং পুলিশি হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করা। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর থানা থেকে বেরিয়েই কংগ্রেস কর্মীরা থানার সামনে ৮ নম্বর আসাম—আগরতলা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে প্রায় আধঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয় উক্ত জাতীয় সড়কে। আর তাতেই আটকা পরে যান যাত্রী সাধারণ। পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে উঠছে আভাষ পেয়ে ছুটে আসেন থানার অফিসার—ইনচার্জ দেবব্রত বিশ্বাস। তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে তাদের দাবী গুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করে অতি দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনের আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ৯ আশ্বিন, ১৪৩২ বাংলা

মা আসছেন রুদ্রানী রূপে

দেবী পক্ষের সূচনা মানেই মা ধরিত্রী তে অবতীর্ণ হয়েছেন। শাস্ত্র এমনটাই বলে। তবে পুজো শুরু হতে আরও দুটো দিন বাকি। এবারে মায়ের আগমন হচ্ছে গজে। একে মূলত ভালো কিছুর সংকেত বলেই মনে

করা হয়। কিন্তু কাল বদলের সাথে পাল্লা দিয়ে এখন অনেক কিছুই তো পাল্টে গেছে। ঠিক যেভাবে মায়ের আগমন কালে পাল্টে গেছে আবহাওয়া। রৌদ্রজ্জ্বল দিন কেমন হঠাৎ হঠাৎ করেই মেঘলা হয়ে উঠছে। আচমকা বৃষ্টি হচ্ছে, তো আচমকা প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়ে যাচ্ছে ধরা। এরই মধ্যে ভারতের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহর রীতিমতো গত দুদিনে বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে পুজোর একেবারে প্রাক লগ্নে এই ভয়াবহ বন্যা প্লাবন সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল। ত্রিপুরা তেও আবহাওয়া তেমন একটা সুবিধার ঠেকছে না। গত দুদিন যাবত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে প্রচুর বৃষ্টি পাট হয়েছে। আবার উজানে বৃষ্টির ফলে নদীর জল ও ফুলে উঠেছিল কিছু সময়ের জন্যে। গতকাল বিকেলে আচমকা রোদে মাখা বিকেল কেমন যেন কালো ঘন ভারী মেঘের ঝটিকায় এক নিমেষে অন্ধকার হয়ে পরলো। মনে হল, যেন মা এবছর রুদ্র মূর্তি ধারন করে ধরাধামে আসছেন। এমন কিছু দেখে হঠাৎ হঠাৎ মনে কু গাইতেই পারে। তবে অবশেষে সব কিছু ভালো ভাবে হোক, আমরা মায়ের সন্তানেরা তো এটাই চাই। তবে প্রতিবারের মতোই মা এবছরেও যাতে দুষ্টের সংহাড় করে পুন্যের প্রতিষ্ঠা করে যান আর এই ধরিত্রী কে সুখের আশিস দিয়ে যান এটুকুই প্রার্থনা।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি: ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

ঘাড় গুঁজে মোবাইল !

সত্তরের দশকে 'মটোরেলা ডাইনাট্যাক ৮০০০এক্স' নামক মোবাইল ফোনটি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ সেই যন্ত্র বদলে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকেই। আর সেই মোবাইল ফোনের অন্যতম স্রষ্টা স্বয়ং মার্টিন কুপার দিনে খুব অল্প সময় ফোন ব্যবহার করেন। প্রথম 'ওয়্যারলেস ফোন' আবিষ্কার করে গোটা বিশ্বে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। অথচ স্রষ্টাই মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার নিয়ে সরব হয়েছেন বার বার। কুপারের মতে, "জীবনকে উপভোগ করতে গেলে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমাতে হবে।"

মোবাইল ফোন এখন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কারণে হোক কিংবা অকারণে, দু'চোখ সব সময়েই মোবাইলের পর্দায় আটকে রয়েছে। সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে মার্টিন বলেছেন, "মন ভেঙে যায়, যখন দেখি কেউ মোবাইল দেখতে দেখতে রাস্তা পার হচ্ছেন।"শুধু পথঘাটে নয়, ট্রেনে, বাসে এমনকি, ঘরোয়া আড্ডায় সবর্তই ঘাড় গুঁজে মোবাইল ঘেঁটে চলেছেন অনেকে। এমন দৃশ্য নতুন নয়। এটাই এখন যেন জীবনচর্চায় পরিণত হয়েছে। আর তার হাত ধরেই নানা ধরনের অসুখ হানা দিচ্ছে জীবনে। চিকিৎসা বিজ্ঞান যে রোগের নাম দিয়েছে 'টেক্সট নেক'।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ৮ শতাংশ মানুষ এই অসুখের শিকার। ৩৫ শতাংশ এই অসুখের কথা জেনেও সচেতন নন। আর প্রায় ২১ শতাংশ একেবারে অসুখের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছেন। এই অসুখে মেরুদণ্ড চিরতরে বেঁকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তা-ই নয়, ঘাড় এবং গলার হাড় ও স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে তা চিরতরে ঝুঁকিয়ে দিতেও পারে। শরীর কত ডিগ্রি সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, তার উপর নির্ভর করবে ঘাড় ও গলা কতটা ওজন বইবে। মাথা নিচু করে মোবাইল ঘাঁটার সময়ে ঘাড় মোটামুটি ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি ঝুঁকে থাকে। এতে চাপ পড়ে মেরুদণ্ডের উপর। দীর্ঘ দিন ধরে এমন চলতে থাকলে এক সময়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যায় মেরুদণ্ড। ঘাড় বেঁকে যাওয়া, গলা এবং ঘাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া এমন মারাত্মক কিছু পরিণতি হতে পারে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এই অসুখ সারাতে হলে একটাই উপায়, তা হল মোবাইল ব্যবহারে রাশ টানা। না হলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ অসুখ থাবা বসাবে যে কোনও সময়ে।

এটাই এই সময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

বাংলা অভিধানে রুচি শব্দটির বিভিন্ন মানে আছে। অভিধানে রুচি মানে ১ শোভা, দীপ্তি (তনুরুচি, দন্তরুচি); ২ পছন্দ (কুরুচি) ৩ মার্জিত বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি (বেশভূষায় রুচির পরিচয়); ৪ স্পৃহা, ইচ্ছা (আহারে রুচি নেই); ৫ অনুরাগ, আকর্ষণ ইত্যাদির কথা বলা আছে। সমাজবিজ্ঞানে, রুচি বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর খাদ্যাভাস, ডিজাইন, সাংস্কৃতিক ও নন্দন তত্ত্ব চর্চার ধরন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক পছন্দ বা নির্বাচনকে। মানুষ কীভাবে কোনো কিছুকে সুন্দর, ভালো বা মূল্যবান হিসেবে বিচার করছে তার ভিত্তিতেই মানুষের রুচি বোঝা যায়। সমাজে বিভিন্ন রকম রুচি দেখা যায়, আর এর অন্যতম কারণ হলো সেই সমাজে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির উপস্থিতি।তবে রুচির কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। এক এক কালে এক এক অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর ভিন্ন রকমের রুচি থাকে, থাকতে পারে। এর কারণ রুচি কোনো প্রবল অটল বিষয় নয়। স্থান-কাল এমনকি জলবায়ুভেদে রুচি পরিবর্তনশীল। রুচি ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষা-দীক্ষা-নীতি-নৈতিকতার উপরেও নির্ভরশীল। এমনকি বয়স ও অভিজ্ঞতার উপরেও রুচির তারতম্য হয়। রুচির নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। ফলে আমরা কখনোই নির্দিষ্ট রুচির মানদণ্ডে কারুর বিচার করতে পারি না। কিন্তু সেই রুচির উপরে নির্ভর করেই আমরা কাউকে কাছে টানতে পারি। কাউকে দূরে ঠেলে দিতে পারি। এটা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়।

একটি শিক্ষিত ও উন্নত সমাজের রুচি আর একটি অনুন্নত নিরক্ষর সমাজের রুচি অভিন্ন হতে পারে না। গরুর দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা করার রুচি যে সমাজের ভিত, সেই সমাজ কখনোই মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করতে সক্ষম নয়। আবার যে সমাজ নিরন্তর

মানবসম্পদ উন্নয়নে ক্রিয়াশীল, সেই সমাজের জনরুচি কখনোই গরুর দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না। এমনটাই হয়ে থাকে। পরীক্ষায় পাশ করানোই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল অভিমুখ, সেই ব্যবস্থায় পড়া মুখস্থ করার জনরুচিই শিক্ষার মানদণ্ড ঠিক করে দেবে। এটাই স্বাভাবিক। আবার সেই পড়া মুখস্থের জনরুচির কারণেই ঠিকমত পড়া মুখস্থ না হলেই পরীক্ষার খাতায় গণটোকাটুকি, কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঐতিহ্য গড়ে ওঠার জনরুচিও অতি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু শিক্ষার অভিমুখ যেখানে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো, সেখানে কোনভাবেই পড়া মুখস্থ কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁসের জনরুচি গড়ে উঠবে না। ওঠে না।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে সকল রাজনৈতিক নেতা যত বেশি অকথা-কুকথা বলতে পারেন, জনসমর্থনের জনরুচি তাদের অভিমুখেই চালিত হয়। নির্বাচনের প্রক্কালে যে যত বেশি মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ঢেউ তুলতে সক্ষম হবে, সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার জনরুচি ততই জনসমর্থন বাড়িয়ে তুলবে। এটাই এই সময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, রুচি ও ভোগ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক, খাদ্য এবং অন্যান্য পণ্যের পছন্দ হিসেবে রুচি সরাসরি বাজারে ভোক্তাদের পছন্দকে প্রভাবিত করে। রুচি ও ভোগের মধ্যে কার্যকারণ যোগসূত্রটি বেশ জটিল। রুচি চাহিদা তৈরি করে, আর এর মাধ্যমে এটি যোগান ও সরবরাহ তৈরি হয়। একটি সমাজে রুচি নানাভাবে তৈরি হয়। কারো কারো মতে, শাসক শ্রেণির রুচিই হচ্ছে সমাজের বৈধ রুচি। আবার অনেকে সমাজে অগ্রসরমান অংশকে রুচি নির্মাণে মূল কারিগর মনে করেন।

রুচির ব্যাপারটি আসলে খুব এক সম্পাদ্য। কার রুচি যে কোথায় গিয়ে অরুচি সৃষ্টি করে, তা বলা খুব মুশকিল। প্রসঙ্গত, উনিশ শতকের কবি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যঙ্গাত্মক লেখালেখির জন্য যিনি প্রসিদ্ধ) 'রুচি-বিকার' নামে একটি কবিতা লিখে মুশকিলে পড়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। তিনি সে-কালের ব্রাহ্ম সমাজের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। কলকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, ইংরেজি সাহিত্যের এমএ এবং পিএইচডি হেরম্বচন্দ্র তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বৈদগ্ধ্যের জন্যও সবার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই 'হিতবাদী' পত্রিকায় ছাপা হয় 'রুচি-বিকার'। হেরম্বের অভিযোগ ছিল, ওই কবিতা তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারী মৈত্রকে 'ব্যঙ্গ' করেই লেখা। কুসুমকুমারী সুন্দরী, পরিশীলিত, মুক্ত মনের নারী। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চোখে পড়ত তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। 'কুসুম' শব্দটা বারবার ব্যবহার করে কালীপ্রসন্ন লিখেন:

"কুসুমের কোমলতা মাধুরী অপার
কিন্তু তার পবিত্রতা
জানি তাতে দুষ্ট অলি করেছে বিহার
লুটেছে সঞ্চিত মধু মধুর ভাণ্ডার'

কখনও কুসুমের অন্য প্রতিশব্দ (প্রসূন) নিয়ে লেখা হয়:

"পদে পদে প্রসূনের দেখি অনাচার
আজি উপেন্দ্রর ভোগ্য
কালই হেরম্বের যোগ্য
দেখিলে রুচির দোষ না হয় কাহার?"

হেরম্বচন্দ্র আদালতে অভিযোগ করেন, এই কবিতায় তাঁর স্ত্রীকে নিয়েই কটাক্ষ করা হয়েছে। এমনকি, তিনি নিজে এবং তাঁদের পরিচিত সমাজের অন্য বিশিষ্ট জনদের নিয়েও অনভিপ্রেত মন্তব্য করা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, "এ হলো নির্মল হাস্যরস। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অসম্মানের উদ্দেশ্যে এ কবিতা লেখা হয়নি।" বিচারপতি জেনকিন্সকে বোঝাতে গোটা কবিতাটা ইংরেজিতে অনুবাদও করা হয়। হাইকোর্টে প্রায় ছয় মাস ধরে বিচার চলে। ১৮৯৭ সালের ১৭ জানুয়ারি বিচারপতি জেনকিন্স কবিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন, "কুৎসা এবং অসূয়াপ্রসূত বিবৃতির মাধ্যমে এই কবিতা নিশ্চিতভাবে কুসুমকুমারীর সম্মানহানি করেছে।" মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে দু'বছরের জেল কিংবা জরিমানার সাজা হতে পারে। কালীপ্রসন্ন জরিমানা দিয়েই রেহাই পেয়েছিলেন (সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ এপ্রিল ২০১২)।

রুচি প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক অর্থমন্ত্রী ও লেখক অশোক মিত্র বলেছেন, 'জীবনযাপনের বিভঙ্গই মানসিকতা তৈরি করে। পছন্দ-অপছন্দ, বাছ-বিচার, রুচি-অরুচি, চিন্তার প্রবাহ সমস্ত কিছুই জীবনযাপনের প্রকৃতি দিয়ে প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ জীবনধারাই চেতনাকে গড়ে।'

আমাদের সামগ্রিক রুচি যে ক্রমেই অবক্ষয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এ জন্য কে দায়ী, কী দায়ী তা মনে হয় চট করে বলে ফেলাটা অনুচিত। আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতির সামগ্রিক অবক্ষয়ই যে রুচির নিম্নগামিতা তৈরি করেছে, সেটা মেনে নিয়ে 'রুচি' নিয়ে একটি গল্প বলা যাক। গল্পটির কথক হিসেবে তেনালি রামকৃষ্ণের কথা শোনা যায়। তিনি ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণদেব রায়ের দরবারের একজন কবি এবং পরামর্শদাতা। বিজয়নগর রাজ্যে রাময়া নামের এক লোক বাস করতেন। সবাই তাকে অশুভ বা অপয়া বলে মনে করত।তারা মনে করত, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যদি কেউ রাময়ার মুখ দেখে তবে তার সারাটা দিন খারাপ যাবে।কথাটা রাজা মশাইয়ের কানেও পৌঁছাল।ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য রাজা মশাই রাময়াকে তার প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন।

রাময়া এলে রাজা বললেন, 'তুমি আজ আমার প্রাসাদে থাকবে। সকালে উঠে সবার আগে আমি তোমার মুখ দেখব। তুমি শুভ না অশুভ সেটা আগামীকালই বোঝা যাবে।'রাতে রাময়া রাজার পাশের ঘরেই ঘুমালেন।পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজা অন্য কারও মুখ দর্শন না করে প্রথমেই রাময়ার ঘরে ঢুকলেন। রাময়ার মুখ দেখলেন।সেদিন দুপুরে খেতে বসে রাজা কিছুই খেতে পারলেন না।তিনি রাঁধুনিকে ডেকে আবার তার জন্য রান্না করতে বললেন। এবারও তার খেতে ইচ্ছে করল না।অভুক্ত থাকার কারণে সেদিন তিনি মন দিয়ে কোনো কাজ করতে পারলেন না।তখনই তিনি বুঝতে পারলেন, সাধারণ মানুষ রাময়ার নামে যা বলে তা সঠিক।রাজা মশাই ঠিক করলেন, এমন অশুভ এবং অপদার্থ লোক তার রাজ্যে বাস করতে পারবে না। তাকে ফাঁসি দিতে হবে।রাময়ার স্ত্রী স্বামীর শাস্তির কথা শুনে তেনালি রামনের কাছে ছুটে গেলেন। খুলে বললেন সব কথা।তেনালি রামন সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন।পরের দিন সকালে যখন সৈন্যরা রাময়াকে ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তেনালি রামন কানে কানে রাময়াকে কিছু বুদ্ধি দিয়ে চলে গেলেন।ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে সৈন্যরা শেষ ইচ্ছা জানতে চাইলে রাময়া বলল, সে রাজার কাছে একটি চিঠি পাঠাতে চায়।রাময়া চিঠি লিখলেন। সেটা রাজা মশাইকে দেওয়া হলো।সেখানে লেখা ছিল, আমার মুখ দেখে আপনার মুখের খাবারের রুচি চলে গেছে। আর আপনার মুখ দেখে আমার ফাঁসির আদেশ হয়েছে। তাহলে কে সবচেয়ে অশুভ? আমি নাকি আপনি?'রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং রামায়াকে তখনই মুক্তি দিলেন!

মিথ্যাচার না করা ও মিথ্যা কথা না বলাই উচিত

শ্রী মহাবীর জৈন, বর্ধমান নামে পরিচিত, ত্রিশ চতুর্থ তীর্থংকর (ফোর্ড-রচয়িতা) যিনি জৈনধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। দূরবর্তী প্রাক-বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কারগুলির আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও নৈতিক শিক্ষাগুলি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। জৈন ঐতিহ্যতে, বিশ্বাস করা হয় যে মহাবিরা খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের বর্তমান বিহারের রাজকীয় ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৩০ বছর বয়সে সমস্ত বিশ্বস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ সাধনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং এক সাস্ত্র হয়ে উঠছিলেন। মহাবীর ১২ বছর ধরে তীব্র ধ্যান ও গুরুতর কঠোর অনুশীলন করেছিলেন, তারপরে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কেভালা জ্ঞান (সর্বজ্ঞতা) অর্জন করেছিলেন। তিনি ৩০ বছর ধরে প্রচার করেছিলেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মোক্ষ অর্জনের জন্য জৈনরা বিশ্বাস করেছিলেন, যদিও বছরটি সংবিধান দ্বারা পরিবর্তিত হয়। কার্ল পটারের মতো লেখক তার জীবনী অনিশ্চিত মনে করেন; অনেকে মনে করেন যে তিনি বুদ্ধের সাথে সমসাময়িক ৫র্থ শতাব্দীতে বাস করতেন। মহাবীর ৭২ বছর বয়সে নির্বাহ লাভ করেন এবং তার দেহের সমাহিত করা হয়।

কেভালা জ্ঞান অর্জনের পর, মহাভিরা শিক্ষা দেয় যে আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য অহিংসা (অহিংসা), সততা (সত্য), অস্তিত্ব (অ চুরি), ব্রহ্মচার্য্য এবং আপরিগ্রহ (অ সংযুক্তি) অঙ্গীকার পালন করা প্রয়োজন। তিনি অনন্তভাদ (বহুবিধ সত্যিকারের বাস্তবতা) এর নীতিগুলি শিখেছিলেন: সিদদাদা এবং নয়াভাদ। মহাভীরের শিক্ষাগুলি জৈব আগামদের মতো ইন্দ্রভূতি গৌতম (তার প্রধান শিষ্য) দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। জৈন সন্ন্যাসীদের দ্বারা মৌখিকভাবে প্রেরিত গ্রন্থে, সম্ভবত প্রথম শতাব্দীর (যখন তারা প্রথমে লিখিত হয়েছিল) প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। মহাবীর দ্বারা শেখানো আগামদের বেঁচে থাকা সংস্করণগুলি জৈনবাদের ভিত্তি গ্রন্থগুলির কিছু।

মহাবীর সাধারণত বসা বা দাঁড়ানো ধ্যানের মূর্তি, তার নিচে একটি সিংহ এর প্রতীক সঙ্গে অঙ্কিত হয়। তার প্রাচীনতম চিত্রগ্রন্থ উত্তর ভারতের শহর মথুরার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে এবং এটি খ্রিস্টপূর্ব ১শ শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে। তার জন্ম মহাবীর জয়ন্তী হিসাবে পালিত হয়, এবং তার নির্বরণ জৈন দ্বারা দীপালি হিসাবে পালন করা হয়।জৈনধর্মে একজন তীর্থঙ্করকে (নদীপারাপারের কর্তা বা শিক্ষক ঈশ্বর) একটি 'তীর্থে'র প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। 'তীর্থ' হল জন্ম ও মৃত্যুর অনন্ত সমুদ্রের (যাকে 'সংসার' বলা হয়) মধ্যে দিয়ে পারাপারের জন্য সৃষ্ট একটি অগভীর পথ। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, বিশ্ব কালচক্রের প্রত্যেক অর্ধে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জীবকে কৃপা করেন। মহাবীর হলেন 'অবসর্পিণী'র (বর্তমান অধোগামী কালপর্যায়) শেষ তীর্থঙ্কর। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীর বিশিষ্ট দিগম্বর সন্ন্যাসী সামন্তভদ্র মহাবীরের 'তীর্থ'টিকে 'সর্বোদয়' (বিশ্বজনীন উন্নতি) নামে চিহ্নিত করেছেন।মহাবীরকেই সাধারণভাবে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। জৈনধর্মে তার পূর্বসূরিদেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তাকে ২৪শ তীর্থঙ্কর মনে করা হয়। এছাড়া, ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শনাথ ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।মহাবীরের ছেলেবেলার নাম ছিল 'বর্ধমান' ('যিনি বৃদ্ধি পান, বৃদ্ধিশীল')। মহাবীরের জন্মের সময় তার রাজ্যের দ্রুত সমৃদ্ধি ঘটছিল বলে তার এই নামকরণ করা হয়। মহাবীর ছেলেবেলায় একাধিকবার বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই তাকে 'মহাবীর' নামে অভিহিত করা হত। মহাবীরকে 'জিন' ('আসক্তি, অহংকার, লোভ প্রভৃতি অন্তঃ প্রবৃত্তিগুলি যিনি জয় করেছেন') নামেও চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে 'জিন' উপাধিটি 'তীর্থঙ্কর' নামের সমার্থক শব্দে পরিণত হয়।বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে মহাবীরকে 'নিগন্থ জ্ঞাতপুত্ত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'নিগন্থ' শব্দের অর্থ 'যাঁর বন্ধন, পিছুটান বা রজ্জু নেই'। 'জ্ঞাতপুত্ত' শব্দটি ("নতসে'র পুত্র') তার 'জ্ঞাত' বা 'নয়' (প্রাকৃত) নামক বংশ-নামের দ্যোতক।মহাবীরকে 'শ্রমণ' ('অনুসন্ধানকারী') নামেও অভিহিত করা হয়।খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে বীর নির্বাণ সম্বৎ অনুসারে চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কাশ্যপ গোত্রীয়গু১০৪গু২২৪ এক ক্ষত্রিয় রাজবংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা ছিলেন ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজা সিদ্ধার্থ ও মাতা ছিলেন রানি ত্রিশলা (বৈশালীর রাজা চেতকের ভগিনী)। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে এই দিনটি মার্চ বা এপ্রিল মাসে পড়ে। এই দিনটিতেই মহাবীর জয়ন্তী পালিত হয়। প্রথাগত মত অনুসারে, প্রাচীন শহর ক্ষত্রিয় কুন্দ লাচ্ছুয়ারের কুন্দলপুরকে তার জন্মস্থান মনে করা হয়। বর্তমানে এই স্থানটি বিহারের জামুই জেলার সিকান্দ্রা মহকুমার অন্তর্গত। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, মহাবীরের জন্মের পর ইন্দ্র জম্বুদ্বীপ নামক বিশ্বকেন্দ্রের অক্ষ মেরু পর্বতে তার তৈলার্পণ ও অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন এবং তার নামকরণ করা হয়েছিল 'বর্ধমান'।অধিকাংশ আধুনিক ইতিহাসবিদই মনে করেন, মহাবীরের জন্ম হয়েছিল কুন্দগ্রামে। এই স্থানটি এখন ভারতের বিহার রাজ্যের মুজফফরপুর জেলার বাসোকুন্দ নামে পরিচিত।গু২২৪গু২৭৪ জৈন মতানুসারে, মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ থেকে ৫২৭ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ থেকে ৪০৮ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পাশ্চাত্যের কোনও কোনও গবেষকের মতে, মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫ অব্দ নাগাদ মারা যান।রাজপুত্র মহাবীর বিলাসব্যসনের মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন। শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র-এর দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে, তার পিতামাতা ছিলেন পার্শনাথের অনুগামী এবং জৈন সন্ন্যাসীদের গৃহস্থ ভক্ত। জৈন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তার বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে, মহাবীরের পিতামাতা চেয়েছিলেন, তিনি যশোদাকে বিবাহ করেন। কিন্তু মহাবীর তাতে সম্মত হননি। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে, মহাবীর অল্প বয়সে যশোদাকে বিবাহ করেছিলেন এবং প্রিয়দর্শনা নামে তাদের একটি কন্যাসন্তানও ছিল।৩০ বছর বয়সে মহাবীর রাজকীয় জীবনের সুখ পরিত্যাগ করে গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর তপস্যা করেন, অশোক বৃক্ষের নিচে ধ্যান করেন এবং পোষাকপরিচ্ছদ সব পরিত্যাগ করেন। তিনি যে কঠিন পরিস্থিতি ও অপমানজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় আচারাঙ্গ সূত্র গ্রন্থে। কল্পসূত্র অনুসারে, মহাবীর অস্তিকাগ্রাম, চম্পাপুরী, প্রতিচম্পা, বৈশালী, বনীজগ্রাম, নালন্দা, মিথিলা, ভদ্রিকা, অলভীকা, পাণিতাভূমি, শ্রাবস্তী ও পাবাপুরীতে চল্লিশটি বর্ষাকাল (চতুর্মাস) অতিবাহিত করেছিলেন।

সাড়ে ১২ বছর কঠোর তপস্যার পর ৪৩ বছর বয়সে একটি শাল গাছের তলায় মহাবীর 'কেবল জ্ঞান' (সর্বজ্ঞতা বা অনন্ত জ্ঞান) প্রাপ্ত হন।জৈন ধর্মগ্রন্থ উত্তর-পুরাণ ও হরিবংশ-পুরাণ-এ এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আচারাঙ্গ সূত্র মতে, মহাবীর ছিলেন সর্বদর্শী। সূত্রকৃতাঙ্গ গ্রন্থে 'সর্বজ্ঞতা' ধারণাটির ব্যাখ্যা এবং মহাবীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণ পাওয়া যায়।সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পর ৩০ বছর মহাবীর সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং নিজের দর্শন শিক্ষা দেন। জৈন বিশ্বাস অনুসারে, মহাবীরের ১৪,০০০ সন্ন্যাসী, ৩৬,০০০ সন্ন্যাসিনী, ১৫৯, ০০০ শ্রাবক (গৃহস্থ) ও ৩১৮,০০০ শ্রাবিকা (গৃহস্থ নারী) অনুগামী ছিল।তার অনুগামী রাজন্যবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধের রাজা শ্রেণিকা (যিনি বিম্বিসার নামে পরিচিত ছিলেন), অঙ্গের রাজা কুণিক ও বিদেহের রাজা চেতক।

জৈনরা বিশ্বাস করেন, ৭২ বছর বয়সে মহাবীর মোক্ষ (জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি) লাভ করেন এবং তার আত্মা এখন 'সিদ্ধশিলা'য় (মুক্ত আত্মাদের স্থান) অবস্থান করছে। জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মহাবীর পাবাপুরী (অধুনা বিহারে অবস্থিত) নির্বাণ লাভ করেছিলেন। সেই দিনেই তাঁর প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী কেবল জ্ঞান অর্জন করেন। জিনসেনের মহাপুরাণ অনুসারে, তীর্থঙ্করগণের নির্বাণ লাভের পর স্বর্গীয় সত্ত্বাগণ তাঁদের অন্তেষ্টি ক্রিয়া করেন। প্রবচনসার অনুসারে, তীর্থঙ্করদের নখ আর চুলই শুধু পড়ে থাকে। অবশিষ্ট শরীর কর্পূরের মতো হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়। মহাবীর যেখানে মোক্ষ লাভ করেছিলেন বলে মনে করা হয়, সেখানে বর্তমানে জল মন্দির নামে একটি জৈন মন্দির রয়েছে। জৈন ধর্মগ্রন্থ মহাপুরাণ ও ত্রিষষ্ঠি-শকল-পুরুষ-চরিত্র-এ মহাবীরের পূর্বজন্মগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। সংসারের আবর্তনশীল চক্রে একটি আত্মা অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করে। একজন তীর্থঙ্কর যখন কর্মের কারণগুলিকে খুঁজে পান এবং 'রত্নত্রয় গড়ে তোলেন, তখন থেকেই তার জন্মগ্রহণ করা শুরু হয় বলে জৈনরা বিশ্বাস করেন। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে মহাবীরের তীর্থঙ্কর রূপে জন্মের আগে ২৬টি জন্মের কথা আলোচিত হয়েছে।পূর্বের একটি জন্মে মহাবীর ভরত চক্রবর্তীর পুত্র মারীচি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম 'গণধর' তার উপদেশগুলি সংকলিত করেন। প্রামাণ্য পবিত্র শাস্ত্রগুলি বারো খণ্ডে সংকলিত। বিজয় কে. জৈনের মতে, "প্রতিটি সম্প্রদায়ের মত সম্পর্কে একজনের যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তার পরিপূর্ণতম এবং যথাযথ বিবরণ এই শাস্ত্রগুলিতে পাওয়া যায়। এই সকল শাস্ত্রে যা কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে, তা শিক্ষকরা তাঁদের শিষ্য সন্তদের মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন এবং মৌখিক প্রথায় তা প্রচলিত থাকত। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে, আচার্য ভূতবলীই হলেন শেষ সন্ন্যাসী, যাঁর মূল প্রামাণ্য শাস্ত্র সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান ছিল। মহাবীরের যে সব উপদেশ আগম শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ছিল, সেইগুলি পরবর্তীকালে কয়েকজন বিশিষ্ট আচার্য পুনরুদ্ধার করে সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করেন। খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীতে আচার্য ধরাসেন দুই জন আচার্যকে এই উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করার কাজে তত্ত্বাবধান করেন। এই দুই আচার্য হলেন আচার্য পুষ্পদন্ত ও আচার্য ভূতবলী। এঁরা তালপাতায় ষটখণ্ডাগম রচনা করেন। দিগম্বর জৈনদের যে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির কথা জানা যায়, এটি তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। জৈন আগমগুলিতে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের পালনীয় পাঁচটি প্রধান ব্রতের কথা বলা হয়েছে। এই নৈতিক আদর্শগুলি মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন:

১. অহিংসামহাবীরের শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেকটি জীবের পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদা রয়েছে। তাই একজন যেমন নিজের পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদার প্রতি অন্যের সম্মান আশা করেন, তেমনই তার উচিত অন্যের পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদাকে সম্মান করে চলা। অহিংসাকেই জৈনধর্মে প্রথম ও প্রধান ব্রত মনে করা হয়। জৈন ধর্মগ্রন্থ তত্ত্বার্থসূত্র অনুসারে, "জীবনীশক্তি বিজাভিত হয় হিংসার প্রতি আসক্তি থেকে।"

২. সত্যমিথ্যাচার না করা ও মিথ্যা কথা না বলাই উচিত। জৈন ধর্মগ্রন্থ সর্বার্থসিদ্ধি অনুসারে, "জীবকে কষ্ট দেয়, এমন কিছুই প্রশংসার যোগ্য নয়; তা সে সত্য ঘটনাই হোক, বা অন্য কিছু।"

৩. অস্তেয় (চুরি না করা) যদি কোনও কিছু যথাযথ রূপে দান করা না হয়, তবে তা গ্রহণ করা উচিত নয়।৪. ব্রহ্মচর্য (ইন্দ্রিয়-সংযম) যৌন প্রবৃত্তিগুলিকে স্থায়ী ও কঠোরভাবে দমন করা।৫. অপরিগ্রহ (অনাসক্তি) অন্তঃপ্রবৃত্তি (পছন্দ, অপছন্দ) ও বাহ্য প্রবৃত্তির (সম্পত্তি) প্রতি অনাসক্তি।

পূর্ণরাজ্যের দাবি দীর্ঘ দিনের !

চার মাস শান্ত থাকার পর কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার মুখে ফের ছড়াল হিংসা, একনজরে লাদাখ-বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি ঃ মাঝে চার মাসের বিরতির পর আগামী ৬ অক্টোবর আলোচনায় বসার কথা কেন্দ্র ও লেহ অ্যাপেক্স বডির। অথচ, তার মাত্র দিন কয়েক আগেই অশান্ত হয়ে উঠেছে লাদাখ। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও বুধবারের বিক্ষোভে প্রাণ গিয়েছে চার জনের। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে জখম অন্তত ৮০ জন।

মাঝে চার মাসের বিরতির পর আগামী ৬ অক্টোবর আলোচনায় বসার কথা কেন্দ্র ও লেহ অ্যাপেক্স বডির। অথচ, তার মাত্র দিন কয়েক আগেই অশান্ত হয়ে উঠেছে লাদাখ। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও বুধবারের বিক্ষোভে প্রাণ গিয়েছে চার জনের। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে জখম অন্তত ৮০ জন। এই ঘটনার পর বুধবারই ৩৫ দিনের অনশন ভেঙেছেন জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুক। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জারি হয়েছে কার্ফু। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চার জনের বেশি লোকের জমায়েত নিষিদ্ধ হয়েছে এলাকা জুড়ে। কিন্তু কী ভাবে দানা বাঁধল আন্দোলন? কেন বৈঠকের ঠিক আগে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল ক্ষুব্ধ জনতা? প্রেক্ষাপট

লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি এই প্রথম নয়। ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপ এবং সাবেক রাজ্য ভাগের পরে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল লাদাখ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার দাবি দানা বাঁধছে উত্তর ভারতের এই প্রান্তিক অঞ্চলে। গত কয়েক বছর ধরে এ নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনও চলছে। জলবায়ু কর্মী সোনম এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ। তাঁর বক্তব্য, লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতাভুক্ত করে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হোক। পাশাপাশি, লাদাখের জন্য একটি পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন, লেহ এবং কার্গিল জেলার জন্য পৃথক লোকসভা আসন

এমনই নানা দাবি নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন বাস্তবের 'র‍্যাঞ্চো'। অতীতে বেশ কয়েক বার অনশনেও বসেছেন তিনি। গত বছরের মার্চ মাসে ২১ দিন অনশন করেছিলেন সোনম। ওই বছরেরই অক্টোবরে দিল্লির লাদাখ ভবনের সামনে ফের অনশনে বসেন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে থানাতেও তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। কিন্তু তাতে দমেননি সোনমেরা। শেষমেশ কেন্দ্রের তরফে লাদাখের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি মেলার পর তিনি অনশন ভাঙেন। কী ভাবে অশান্তি শুরু লাদাখেএর পর চলতি বছরের ১০ সেপ্টেম্বর লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে ফের অনশন শুরু করেন সোনম। যদিও ওই সময়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি (এইচপিসি), এইচপিসি-র সাব কমিটি এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা চলছিল কেন্দ্রের। লেহ অ্যাপেক্স বডি এবং কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের সঙ্গেও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল ভারত সরকার। কেন্দ্রের দাবি, ইতিমধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। যেমন, লাদাখে তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ৪৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮৪ শতাংশ করা হয়েছে। কাউন্সিলের মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। ভোটি এবং পুর্গিকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে, ১,৮০০টি শূন্যপদে নিয়োগও শুরু হয়ে গিয়েছে। ৬ অক্টোবর আর একটি এইচপিসি সভার দিনক্ষণ নির্ধারিত ছিল। ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর লাদাখের নেতাদের সঙ্গেও অতিরিক্ত সভা করার কথা ছিল কেন্দ্রের। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দাবি, এই পদক্ষেপগুলি সত্ত্বেও নাকি কিছু ব্যক্তি 'রাজনৈতিক কারণে' এইচপিসি-র অগ্রগতিতে অসন্তুষ্ট। তাঁরা 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে' গোটা আলোচনা বানচাল করার চেষ্টা করছেন। সে কারণেই ৬ অক্টোবরের বৈঠকের ঠিক আগে এ ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে লাদাখে। সোনমকে দুষছে কেন্দ্র কেন্দ্রের দাবি, সোনমের দাবিগুলি এইচপিসি-র অ্যাজেন্ডার অংশ। সে কথা সোনমও জানেন। অথচ নেতাদের বার বার অনুরোধের পরেও তিনি অনশন ভাঙতে রাজি হননি। কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, ''লাদাখের জনগণকে 'আরব বসন্ত' কিংবা নেপালের 'জেন জি'-র প্রসঙ্গ তুলে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই জনতার একটি অংশ অনশনস্থল ছেড়ে রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ও সরকারি দফতরে হামলা চালিয়েছে।'' যদিও বুধবারের বিক্ষোভ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সোনম নিজেও। স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও সহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করেন না তিনি। সোনম বলেন, ''এটি লাদাখের জন্য তো বটেই, ব্যক্তিগত ভাবে আমার জন্যও সবচেয়ে দুঃখের দিন! কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে আমরা যে পথে হাঁটছি, তা ছিল শান্তিপূর্ণ। আমরা পাঁচ বার অনশন করেছি, লেহ থেকে দিল্লি পর্যন্ত হেঁটেছি। কিন্তু আজ এই হিংসা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আমাদের শান্তির বার্তা ব্যর্থ হতে দেখলাম।'' বুধবারই অনশন প্রত্যাহার করার ঘোষণা করেছেন তিনি।

বিক্ষোভ, অগ্নিসংযোগ, চার মৃত্যু বুধবার সকাল থেকে ফের বিক্ষোভ শুরু হয় লেহতে। বিজেপি-র দফতরে আগুন লাগিয়ে দেন একদল বিক্ষোভকারী। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় চার জন নিহত হন। আহত হন অন্তত ৮০ জন, যার মধ্যে অন্তত জনাকুড়ি নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সোনম ওয়াংচুকের 'উস্কানিমূলক বক্তৃতা'য় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল যুবক অনশনস্থল ছেড়ে একটি রাজনৈতিক দলের দফতরের দিকে এগিয়ে যান। তার পর সেখানে আগুন লাগিয়ে দেন তাঁরা। লেহর সিইসি-র (মুখ্য নির্বাচনী কর্তা) সরকারি দফতরেও হামলা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী। কেন্দ্রের দাবি, নিরাপত্তাবাহিনীর উপরেও চড়াও হন বিক্ষোভকারীরা। এতে পুলিশের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩০ জনেরও বেশি পুলিশ এবং সিআরপিএফ সদস্য। শেষমেশ আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলি চালালে তাতে মৃত্যু হয় চার জনের। বিকেল ৪টের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আপাতত এলাকায় কার্ফু চলছে। সকলকে সমাজমাধ্যমে পুরনো এবং উস্কানিমূলক ভিডিয়ো প্রচার করা থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে বৃহত্তম চুক্তি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের !

নয়াদিল্লি ঃ চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় বায়ুসেনাকে ৬৮টি এক আসনের যুদ্ধবিমান, ২৯টি দু'আসনের প্রশিক্ষণ বিমান এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম-সহ 'তেজস মার্ক-১এ' সরবরাহ করবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস লিমিটেড'(হ্যাল)।

ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে তেজস যুদ্ধবিমানের নতুন সংস্করণ তুলে দিতে উদ্যোগী হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস লিমিটেড'(হ্যাল)-এর সঙ্গে ৬৭ হাজার ৩৭০ কোটি টাকার চুক্তি করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। চুক্তি অনুযায়ী, বায়ুসেনাকে ৪.৫ প্রজন্মের ৯৭টি হালকা 'মাল্টি রোল সুপারসনিক' যুদ্ধবিমান 'তেজস মার্ক-১এ' সরবরাহ করবে হ্যাল। ভারতীয় বায়ুসেনার ইতিহাসে এটিই বৃহত্তম (আর্থিক অঙ্কের নিরিখে) 'মেক ইন ইন্ডিয়া' চুক্তি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকরে তরফে জানানো হয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় বায়ুসেনাকে ৬৮টি এক আসনের যুদ্ধবিমান, ২৯টি দু'আসনের প্রশিক্ষণ বিমান এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম-সহ 'তেজস মার্ক-১এ' সরবরাহ করবে হ্যাল। ২০২৭-২৮ থেকে সরবরাহ শুরু হওয়ার কথা। ছ'বছরের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে। যদিও ইতিহাস বলছে, চুক্তির সময়সীমা মেনে চলার ক্ষেত্রে হ্যালের নজির ভাল নয়। ২০২৩ সালের অক্টোবরে 'তেজস মার্ক-১' ফাইটার জেটের দু'আসন বিশিষ্ট নয়া প্রশিক্ষণ সংস্করণটি আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল বায়ুসেনার হাতে। কিন্তু ২০২১ সালের ৪৬৮৯৮ কোটি টাকার প্রথম বরাতের ৮৩টি যুদ্ধবিমানের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়েছে মাত্র ১০টি। তেজস যুদ্ধবিমান সময়মতো সরবরাহ করতে 'হ্যাল' ব্যর্থ হয়েছে বলে কয়েক মাস আগেই অভিযোগ তুলেছিলেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিংহ।

গত জুন মাসে হ্যালের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিকে সুনীল তেজস সরবরাহে বিলম্বের জন্য আমেরিকার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন। তিনি জানান, ওই যুদ্ধবিমানের এফ৪০৪ ইঞ্জিন সরবরাহকারী মার্কিন সংস্থা 'জিই অ্যারোস্পেস'-এর দেরির কারণেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিমানগুলি পৌঁছে দিতে দেরি হচ্ছে তাঁদের। প্রসঙ্গত, ছ'দশকেরও একটানা কাজ করে চলতি সপ্তাহে অবসর নিয়েছে রুশ প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান মিগ-২১। ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে আপাতত যে যুদ্ধবিমান বহর রয়েছে, তার মধ্যে তেজস মার্ক-১, রাফাল এবং সুখোই-৩০ এবং মিগ-২৯ অন্যতম। ২০৩১ সালের মধ্যে যুদ্ধবিমান বহর সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। এ ক্ষেত্রে মোদীর 'আত্মনির্ভরতা'র স্লোগান অনুসরণ করে মিগ-২১-এর পরিবর্ত হবে 'তেজস মার্ক-১এ'। কিন্তু সামরিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন 'সময়সীমা' নিয়ে। ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হালকা ওজনের, 'মাল্টি রোল সুপারসনিক' যুদ্ধবিমান তেজস নানা ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম। এর ৬৫ শতাংশেরও বেশি যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম ভারতীয় সংস্থাগুলির তৈরি। চিনের জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানের তুলনায় তেজসের নয়া সংস্করণ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে এগিয়ে বলে একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। পরবর্তী ধাপে তেজস ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে নৌসেনারও।

জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা পাকিস্তানির !

নয়াদিল্লি ঃ গত মাসেও জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টায় গুলিবিদ্ধ হন এক পাকিস্তানি। চলতি মাসে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টায় গ্রেফতার হয়েছেন এক অভিযুক্ত।

পাকিস্তান থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ধরা পড়লেন এক ব্যক্তি। জম্মু ও কাশ্মীরের আরএস পুরা সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ধৃতের নাম পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি একজন পাকিস্তানি নাগরিক। চলতি মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার আরএস পুরা সেক্টর দিয়ে অনুপ্রবেশকারী কোনও পাকিস্তানিকে পাকড়াও করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড এবং 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে নজরদারি আরও বৃদ্ধি করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর এলাকাতেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। গত ৮ সেপ্টেম্বরও আরএস পুরা সেক্টর থেকে এক পাকিস্তানিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনিও পাকিস্তান থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এ বার ফের সেই আরএস পুরা থেকেই আরও এক পাকিস্তানিকে গ্রেফতার করা হল।

বিএসএফ আধিকারিকেরা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানান, সীমান্তে টহল দেওয়ার সময়েই ওই ব্যক্তির গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় জওয়ানদের। তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করতেই তাঁকে ধরে ফেলা হয়। যদিও পরে বাহিনী সূত্রে জানা যায়, ধৃতের থেকে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। বর্তমানে দেশের একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা তাঁকে জেরা করছে। কেন তিনি ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন, তা জানার চেষ্টা করছেন আধিকারিকেরা।

গত মাসেও জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে এক দল লোক পাকিস্তান থেকে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। সীমান্তে টহলদারির সময় বিষয়টি নজরে আসে বিএসএফের। তৎক্ষণাৎ ওই পাকিস্তানি নাগরিকদের পথ আটকায় তারা। বাকিরা পালিয়ে গেলেও এক পাকিস্তানি নাগরিক অনেকটা এগিয়ে আসেন। অভিযোগ, তিনি গুলিও চালান। পাল্টা জবাবে বিএসএফের গুলিতে তিনি আহত হন। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই ধৃতের।

তার পরে গত ৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের সরগোদার এক বাসিন্দা ভারতে প্রবেশের চেষ্টায় ধরা পড়েছিলেন এক অনুপ্রবেশকারী। সিরাজ খান নামে ওই ব্যক্তির সঙ্গে জওয়ানদের গুলির লড়াইও হয়েছিল।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে গিয়ে নতুন নেশার ফাঁদে যুবক, পেট থেকে উদ্ধার ২৯টি স্টিলের চামচ, ব্রাশ এবং পেন!

নয়াদিল্লি ঃ জানা গিয়েছে, যুবকের নাম সচিন। তিনি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাসিন্দা। মাদকাসক্ত হওয়ায় তাঁর পরিবারের লোকেরা হাপুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাদকের নেশা ছাড়ানোর জন্য বাড়ির লোকেরা নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন যুবককে। কিন্তু সেখানে গিয়ে নতুন নেশার ফাঁদে পড়লেন তিনি। মদ বা মাদক নয়, খাওয়া শুরু করেন স্টিলের চামচ, দাঁত মাজার ব্রাশ থেকে পেন। সম্প্রতি তাঁর পেটে খুব যন্ত্রণা শুরু হয়। তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা এক্স-রে এবং সিটি স্ক্যান করে দেখতেই চমকে ওঠেন। দেখেন পাকস্থলীতে অদ্ভুত কিছু জিনিস আটকে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। অস্ত্রোপচার করতেই পেটের ভিতর থেকে ২৯টি স্টিলের চামচ, দাঁত মাজার ১৯টি ব্রাশ এবং পেন উদ্ধার হয় ।জানা গিয়েছে, যুবকের নাম সচিন। তিনি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাসিন্দা। মাদকাসক্ত হওয়ায় তাঁর পরিবারের লোকেরা হাপুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে খাবার খুবই সামান্য পরিমাণে দেওয়া হত বলে অভিযোগ। ফলে যুবকের খিদে মিটত না। বাড়ি থেকে যদিও খাবার আসত, তার বেশির ভাগই সচিনের কাছে পৌঁছোতো না বলে দাবি। সচিনের কথায়, ''কখনও কখনও দিনে একটা বিস্কুট খেয়েও কাটাতে হত।''খিদে মেটাতে তাই অন্য নেশা শুরু করেন সচিন। নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে স্টিলের চামচ চুরি করা শুরু করেন। তার পর শৌচাগারে গিয়ে সেটি দু'টুকরো করে মুখ পুরে নিতেন। তার পর সেটি গিলে ফেলতেন জল গিয়ে। প্রথম প্রথম কষ্ট হত বলে জানিয়েছেন সচিন। তার পর সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়।

সোনম ওয়াংচুক বিদেশি অনুদান নিয়ে নিয়ম ভেঙেছেন, লাদাখের 'র‍্যাঞ্চো'র বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই

নয়াদিল্লি ঃ সিনেমার পর্দায় যে লাদাখবাসীর আদলে বানানো হয়েছিল 'থ্রি ইডিয়টস'-এর আমির খানের 'র‍্যাঞ্চো' চরিত্রটি। সেই সোনম ওয়াংচুক এ বার নরেন্দ্র মোদীর সরকারের নিশানায়!

সিনেমার পর্দায় যে লাদাখবাসীর আদলে বানানো হয়েছিল 'থ্রি ইডিয়টস'-এর আমির খানের 'র‍্যাঞ্চো' চরিত্রটি, তিনি এ বার নরেন্দ্র মোদীর সরকারের নিশানায়! লাদাখের বুধবারের অশান্তির জন্য বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে দায়ী করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইঞ্জিনিয়র, গবেষক তথা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে এ বার বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট বা এফসিআরএ) লঙ্ঘনের অভিযোগে তদন্ত শুরুর কথা কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই সূত্রে জানা গেল।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, কয়েক দিন আগে থেকেই সোনমের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। কিন্তু এখনও কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। প্রসঙ্গত, কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিদেশি অনুদান নিতে হলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। নিতে হয় কিছু নির্দিষ্ট সরকারি ছাড়পত্র। সেই শর্ত ভাঙলে এফসিআরএ ধারায় মামলা দায়ের করা হতে পারে। সোনমের সংস্থা 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস লাদাখ' (এইচআইএএল) এবং 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল) -এর বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে বিদেশি অনুদান নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পিটিআই-এর প্রতিবেদককে বৃহস্পতিবার ওয়াংচুক জানিয়েছেন, প্রায় ১০ দিন আগে সিবিআই-এর তদন্তকারী দল সরকারি নির্দেশনামা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি বলেন, ''সিবিআই জানিয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে এফসিআরএ-র অধীনে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র না নিয়ে বিদেশি অনুদান গ্রহণের অভিযোগ তোলা হয়েছে।'' সোনমের কথায়, ''আমরা বিদেশি তহবিলের উপর নির্ভরশীল থাকতে চাই না, তবে আমরা আমাদের জ্ঞান রফতানি করি এবং তার বিনিময়ে খরচ সংগ্রহ করি। এই ধরনের তিনটি ক্ষেত্রে, তারা (সিবিআই) ভেবেছে এটি বিদেশি অনুদান।'' সিবিআই তদন্তকারী দল এখনও লাদাখে আছে বলেও বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন সোনম।

সিবিআই আধিকারিকেরা তথ্যের সন্ধানে এইচআইএএল এবং এসইসিএমওএল-এর দফতরে গিয়েছিল বলেও জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে তাদের প্রাপ্ত বিদেশি অনুদানের বিবরণ চাওয়া হয়েছে।'' প্রসঙ্গত, লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্গত করে পূর্ণাঙ্গ স্বশাসনের আওতায় আনা এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩৫ দিনের জন্য অনশনে বসেছিলেন ওয়াংচুক-সহ 'লেহ অ্যাপেক্স বডি'-র কয়েক জন সদস্য। ঘটনাপ্রবাহ বলছে, তার পরেই সিবিআই-এর নিশানা হয়েছেন তিনি। সোনমের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশে ২০২২-২৪ পর্বে বিদেশি অনুদান নিয়ে তদন্তের কথা বলা হলেও সিবিআই ২০২০ এবং ২০২১ সালের নথি তলব করেছে তাঁদের কাছে।শিক্ষা-গবেষক সোনম জানিয়েছেন, পরিষেবা চুক্তি মেনে রাষ্ট্রপুঞ্জ, সুইৎজারল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইটালির একটি সংস্থাকে তাঁরা ভারতীয় জ্ঞান সরবরাহ করেন। এর আগে লাদাখ অঞ্চলে উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ গলে যাওয়া ও প্রকৃতির 'খামখেয়ালিপনার' জন্য নগরায়ন, অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকেও দায়ী করেছেন পরিবেশকর্মী সোনম। পেয়েছেন 'জেন জি'র সমর্থন। প্রসঙ্গত, আগামী ৬ অক্টোবর লাদাখের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে কেন্দ্রের। তার আগে বুধবার লেহ শহরে বিক্ষোভ দেখান কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীনই লেহ-তে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। শুধু তা-ই নয়, পার্টি অফিসের সামনে থাকা একটি পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানো হয়। তার পরই পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংঘর্ষে মোট পাঁচ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনার জন্য সোনমের উস্কানি 'অন্যতম কারণ' বলে সরকারের অভিযোগ।

'বেবি, আই লভ ইউ' ! এই ভাষায় মেসেজ পাঠাতেন

দিল্লির অভিযুক্ত 'বাবা'র বিরুদ্ধে হস্টেলের একের পর এক ছাত্রী মুখ খুলছেন

নয়াদিল্লি ঃ পুলিশ সূত্রে খবর, ছাত্রীদের পাঠানো 'বাবা'র সেই সব হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ, ছাত্রীদের বেশির ভাগকেই তিনি 'বেবি' বলে সম্বোধন করতেন।

কখনও 'বেবি' বলে সম্বোধন। কখনও 'আই লভ ইউ'। কখনও আবার 'আই অ্যাডোর ইউ' এরকম নানা ভাবে মেসেজ পাঠাতেন তাঁদের। দিল্লির স্বঘোষিত 'বাবা' স্বামী চৈতন্যানন্দের বিরুদ্ধে একে একে মুখ খুলতে শুরু করেছেন ছাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ, কখনও দেহের গড়ন, কখনও পোশাক, কখনও চুলের প্রশংসা করে নানা ভাবে কু-ইঙ্গিত করতেন 'বাবা'।

পুলিশ সূত্রে খবর, ছাত্রীদের পাঠানো 'বাবা'র সেই সব হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ, ছাত্রীদের বেশির ভাগকেই তিনি 'বেবি' বলে সম্বোধন করতেন। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের অক্টোবর। এফআইআরে এক ছাত্রী উল্লেখ করেছেন, গত বছরের অক্টোবরে তিনি দিল্লির ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলেন। ছাত্রীর অভিযোগ, দীপাবলির সময় তাঁকে প্রথম ডেকে পাঠান 'বাবা'। তাঁর কাছে যেতেই অদ্ভুত ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আর ওই চাহনি তাঁর খুব একটা ভাল লাগেনি বলেই দাবি করেছেন ছাত্রীটি।

ছাত্রী অভিযোগপত্রে আরও দাবি করেছেন, ওই বছরের ডিসেম্বরে হস্টেলে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে চিড় ধরে। এক্স-রে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান 'বাবা'। তাঁকে হোয়াটঅ্যাপে ওই রিপোর্ট পাঠাতে বলেন। আর তার পর থেকেই 'বাবা' বিভিন্ন কু-ইঙ্গিত এবং কদর্য ভাষায় মেসেজ পাঠাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের কাছে ওই ছাত্রী দাবি করেছেন, এর পর থেকে নিয়মিত মেসেজ পাঠাতে থাকেন 'বাবা'। সেই মেসেজে কখনও লিখতেন, 'আজ তোমাকে দেখতে দারুণ সুন্দর লাগছে'। কখনও তাঁর পোশাক এবং শরীর নিয়ে নানা মন্তব্য করতেন। উত্তর না দিলে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন বলেও অভিযোগ। ওই ছাত্রীর আরও অভিযোগ, ২০২৫ সালের মার্চে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অছিলায় তাঁকে নিজের কোয়ার্টারে ডেকে পাঠান 'বাবা'। রাতে মেসেজ করে দেখা করার জন্য জোরাজুরি করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিন মহিলা কর্মীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন ওই ছাত্রী। তাঁরা ছাত্রীকে জোর করে 'বাবা'র পাঠানো মেসেজ মুছে দিতে বাধ্য করান। শুধু তা-ই নয়, 'বাবা'র কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি ইমেল করতেও বাধ্য করানো হয় তাঁকে।

তদন্তকারীদের একটি সূত্র বলছে, 'বাবা'র এই কীর্তি ১৬ বছর ধরে চলছে। প্রায় ৫০ জন ছাত্রীর হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ এবং ফোনের রেকর্ড ঘেঁটে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

বাবা-মায়ের দেখাশোনা না-করলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে সন্তানকে! বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি ঃ ৮০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ এবং তাঁর ৭৮ বছর বয়সি স্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। নিজেদের বড় ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন দম্পতি। বৃদ্ধ দম্পতির দাবি, বড় ছেলে আর্থিক ভাবে সচ্ছল। তাঁর একটি ব্যবসাও রয়েছে। অথচ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখভাল করেন না তিনি ।প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যদি বয়স্ক বাবা-মায়ের দেখাশোনা না-করেন, তবে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন বৃদ্ধ দম্পতি। সম্প্রতি এক মামলায় তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, প্রয়োজন মনে করলে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আইনের আওতায় এমন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের ।৮০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ এবং তাঁর ৭৮ বছর বয়সি স্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। নিজেদের বড় ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন দম্পতি। বৃদ্ধ দম্পতির দাবি, বড় ছেলে আর্থিক ভাবে সচ্ছল। তাঁর একটি ব্যবসাও রয়েছে। অথচ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখভাল করেন না তিনি। মুম্বইয়ে দম্পতির নামে দু'টি বাড়ি রয়েছে। অভিযোগ, ওই দু'টি সম্পত্তিই বর্তমানে তাঁদের বড় ছেলে ব্যবহার করছেন। দম্পতি চাইলেও ওই বাড়িতে তাঁদের থাকতে দিচ্ছেন না বড় ছেলে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রথমে বয়স্ক বাবা-মায়ের সুরক্ষা সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন দম্পতি। দেখভাল বাবদ সন্তানের থেকে টাকা চেয়ে মামলা করেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। মুম্বইয়ের বাড়ি থেকে ছেলেকে বার করে দেওয়ার জন্যও আবেদন জানান তাঁরা। গত বছরের জুনে ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দেয়, মুম্বইয়ের ওই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে সন্তানকে। একই সঙ্গে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের জন্য মাসে ৩০০০ টাকা করে দেওয়ারও নির্দেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল ।পরে ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বম্বে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন বড় ছেলে। হাই কোর্ট জানায়, সন্তানকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ ঠিক ছিল না। কারণ, এই মামলার ক্ষেত্রে দম্পতির বড় ছেলেও ষাটোর্ধ। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এ ক্ষেত্রে হাই কোর্ট সঠিক বিশ্লেষণ করেনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, যে সময়ে মামলা রুজু হয়েছিল, অর্থাৎ ২০২৩ সালের জুলাই মাসে দম্পতির বড় ছেলের বয়স ছিল ৫৯ বছর। তাই এই মামলায় তাঁকে প্রবীণ নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। হাই কোর্টের নির্দেশ খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ওই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে দম্পতির বড় ছেলেকে। দু'সপ্তাহের মধ্যে এই মর্মে লিখিত আকারে আদালতে জানাতে হবে তাঁকে।

মান্দাই কাণ্ডে গ্রেফতার জিতুর মুক্তির দাবীতে মথার বিক্ষোভ

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। যেই থালে খাবে সেই থালেই ফুটো করবে। এটাই কিছু লোকের স্বভাব। প্রসঙ্গত, সরকারের শরিক হয়েও বিজেপির পিঠে ছুরি মারছে তিপ্রা মথা, এমনটাই গুঞ্জন রাজনৈতিক মহলে। একের পর এক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সাথে জড়িয়ে পড়ছে মথার নাম। প্রকাশ্যে বিজেপির পার্টি অফিস ভেঙ্গে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে শরিক মথা সমর্থিত কিছু দুষ্ট চক্র। আর তাদের কে পুলিশ গ্রেফতার করতেই এবার মথার মাথায় হাত। দোষী দের কে ছাড়াতে থানার সামনেই চলছে এদের বিক্ষোভ। উল্লেখ্য, ২৩ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তদান কর্মসূচির আগের রাতে বিজেপি মান্দাই কার্য্যালয়ে আক্রমনের ঘটনায় জিতু দেববর্মা নামে এক দুষ্কৃতিকে আটক করে পুলিশ মান্দাই ট্রাইবেল কলোনী থেকে। তাকে ছাড়াতে আজ মান্দাইয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে মান্দাই থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রকাশ করে তিপ্রা মথা দল।নেতৃত্বে ছিলেন এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেব্বর্মা সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। মান্দাই বিজেপি কার্য্যালয়ে আক্রমনের ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহাকেই দায়ী করলো সরকারের শরিক দল তিপ্রা মথা। তাদের মতামত এটা বিজেপির আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী কোন্দল। এতে মথা কোনোভাবেই নাকি দায়ী নয়। যদি আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে জিতু কে না ছাড়া হয় তবে পুজোর এই মরশুমেই রাজ্য ব্যাপি বনধ ডাকার হুমকি দিয়েছে মথা। এর জন্যে আবার এরা রাজ্যের ধর্ম প্রাণ মানুষের কাছে ক্ষমা ও চেয়ে নিচ্ছে আগাম। মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আইন আইনের মতো কাজ করবে। এক্ষেত্রে কাউকে ছাড়া হবে না। অপরাধী যে দলেরই হোক না কেন, শাস্তি পেতে হবে। আর সেই মোতাবেক পুলিশ তদন্ত চালিয়ে গ্রেফতার ও করে জিতু দেববর্মা নামক এক দোষী কে। কিন্তু মথার মাথায় এতেই বাজ পড়েছে। এবার সেই অভিযুক্ত কে ছাড়িয়ে আনতে জারপর নাই চেষ্টা চালাচ্ছে মথা। স্পষ্টত মথা নিজদের গাঁ বাঁচাতে এবার বিজেপি কেই সরাসরি টার্গেট করছে। এদিকে এতো বড় ঘটনার পরেও কি রাজ্যে বিজেপির শরিক দল হিসেবে স্বীকৃত থাকার যোগ্যতা রাখে তিপ্রা মথা ? এমনটাই উঠছে প্রশ্ন।

দুর্গাচৌমুহনী বাজারে স্বচ্ছতা অভিযানে মেয়র দীপক মজুমদার

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের সিটি সেন্টারস্থিত অফিসে পিএম আবাস মেলা শহুরি-২০২৫, সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির- ২০২৫ ও পিএম স্বনিধি লোক কল্যাণ মেলা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুর নিগমের মেয়র সহ উপস্থিত অন্যান্যরা শপথ গ্রহণ করে প্রত্যেক সপ্তাহে দু'ঘন্টা করে স্বচ্ছতার জন্য শ্রমদানের। তারই অঙ্গ হিসেবে স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৫ 'এক দিন, এক ঘন্টা, এক সাথ' — এই স্লোগানকে সামনে রেখে দুর্গাচৌমুহনী বাজারে স্বচ্ছতা অভিযান সংগঠিত করে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার ডি কে চাকমা কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব, কর্পোরেটর ভাস্বতি দেববর্মা, রামনগর মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। মেয়র বলেন, স্বচ্ছতা হি সেবা এরই অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। আজ দুর্গা চৌমুহনী বাজার পরিষ্কার করা হয়। মূলত সেবার মনোভাব নিয়েই এদিনের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রসঙ্গে সিপিআই(এম)-এর ডেপুটেশন

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনকে কেন্দ্র করে ৪ দফা দাবিসনদ নিয়ে আজ সিপিআই(এম) ঊনকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসক ও সমাহর্তা তমাল মজুমদার (আইএএস)-এর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সকালে গৌরনগরে জেলা শাসকের কার্য্যালয়ে গিয়ে দলীয় নেতৃত্বরা এই স্মারকলিপি পেশ করেন। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী, কৈলাসহর মহকুমা সম্পাদক অঞ্জন রায়, কুমারঘাট মহকুমা সম্পাদক সমীরণ মালাকার,ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক স্বপন বৈষ্ণব প্রমুখ। দাবিসমূহের মধ্যে ছিলবিরোধী দলের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বি.এল.এ.-দের পার্শবর্তী বুথ থেকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া, পরিচয়পত্র নির্বাচন দপ্তর থেকে প্রদান করা এবং প্রকৃত ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করা। স্বপন বৈষ্ণব বলেন, "ভোটার তালিকা সংশোধন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় থাকলেই সাধারণ ভোটারদের আস্থা অ ট ু ট থাকবে।"সিপিআই(এম)-এর দাবি, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ ও ভয়ের পরিবেশমুক্ত করতে প্রশাসনকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।

মদ বিরোধী অভিযানে রাস্তায় নামলো প্রমিলা বাহিনী

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ দক্ষিণ হুড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং

ওয়ার্ডে নেমে এলেন এলাকার মহিলারা। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার বাসিন্দা বলাই ধর নিজের বাড়ি থেকে অবৈধভাবে দেশি ও বিদেশি মদের ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ।স্থানীয়দের দাবি, এই মদের ব্যবসার জেরে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে এগোচ্ছিল। পাশাপাশি, পরিবারে অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাঙনসহ সামাজিক অবক্ষয়ের নানা ঘটনা ঘটছিল। বহুবার বোঝানোর পরও বলাই ধর ব্যবসা বন্ধ না করায় আজ এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে মদবিরোধী অভিযানে নামতে বাধ্য হন। অভিযান চলাকালীন প্রমিলা বাহিনীর সদস্যারা বলাই ধরের বাড়ি থেকে খালি বোতলসহ কিছু দেশি মদের বোতল উদ্ধার করেন। এসময় বলাই ধর এক মহিলার উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।এলাকাবাসীর অভিযোগ, বলাই ধরের কাছে আসক্ত যুবকরা নিজেদের ঘরের মূল্যবান সামগ্রী বিক্রি করে মদের টাকা যোগাচ্ছিল। এ কারণে পরিবারগুলো চরম আর্থিক সমস্যায় ভুগছিল। স্থানীয় মহিলাদের বক্তব্য "আমরা চাই এই অবৈধ মদের ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হোক। নইলে আমাদের সন্তানরা বাঁচবে না।" তাই অতি সত্বর দোষী কে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবী তুলেছেন মহিলারা।

ইউজিসি প্রদত্ত নতুন শিক্ষানীতি খসড়ার প্রতিবাদে এসএফআই

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন তথা ড্ডগুঋ সম্প্রতি নয়টি বিষয়ে এলওসিএফ খসড়া প্রকাশ করেছে। যার পুরো নাম লার্নিং আউটকামস-ভিত্তিক কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (জ্রঞ্জঋচ)। এবার তা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস' ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া তথা ছচ্জ্জ। তারা এই খসড়াকে 'আদিম ও অবৈজ্ঞানিক' আখ্যা দিয়েছে। এই নিয়ে বুধবার আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়।এদিন এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৃজন দেব সহ অন্যান্যরা এই কর্মসূচী তে অংশ নিয়ে ইউজিসি প্রদত্ত খসড়ার কপি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান। নিউ এডুকেশান পলিসি নিয়ে তো আগে থেকেই ছাত্র যুবাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ বিরাজমান ছিল। এবার এই নয়া খসড়ার মধ্যে শিক্ষা কে কিভাবে সংকোচিত করা যায় সেই ব্যবস্থা করছে এই জনবিরোধী সরকার। তাছাড়া প্রতিপত্তি শীল মানুষই শিক্ষা

গ্রহন করতে পারবে, দরিদ্র রা সেই শিক্ষা গ্রহন থেকে বাদ পরবে — এমনটাই চাইছে এই সরকার। তাছাড়া ইউজিসি যে এলওসিএফ চালু করেছে সেই নির্দেশিকা অনুসারে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে। ইতিহাস কে ভেঙ্গে চুরে অন্য রূপ দিয়ে , আর এসএস বিজেপির এজেন্ডা কে শিশুদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চক্রান্ত করা হচ্ছে। এই বিরুদ্ধেই এসএফ আই এর এই প্রতিবাদ কর্মসূচী বলে জানান সৃজন দেব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাদের বলিদান অবিস্মরণীয় ছিল তাদের অনেকের চিহ্ন মুছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়া ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিহাসে যাদের অবদান ছিল তাদের অনেকেই আজ শিশুদের পাঠ্য পুস্তকের বিষয় বস্তু থেকে মুছে গেছে। এভাবে ভারতের ইতিহাস কে বিকৃত করা এবং শিশুদের মস্তিস্কে কেবল এবং কেবল মাত্র আরএসএস এর বিষ ঢেলে দেবার চেষ্টা চলছে। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচী থেকে এমনটাই বললেন সম্পাদক সৃজন দেব।

মৎস্য ব্যবসায়ী আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। মৎস্য ব্যবসায়ীরা ও এখন রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। রাজ্যে রক্ত স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সর্ব অংশের মানুষ কে রক্তদানের আয়োজন করা ও রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্যে আহ্বান করেছেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায়শই বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে এই রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন হয়ে আসছে। এবার রক্ত স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা। সামনেই দুর্গা পুজো আর এই দুর্গা উৎসবকে সামনে রেখেই মুলত মৎস্য ব্যবস্যায়ী দের উদ্যোগে এই রক্ত দান শিবিরের আয়োজন। এদিনের কর্মসূচী তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা, ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যী সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও এদিন বস্ত্র দান ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়। গোটা উদ্যোগ টি গ্রহন করেছেন মহারাজগঞ্জ পাইকারি মৎস্য বাজার ব্যবসায়ীরা।

এসডিএমের দুর্ব্যবহারে অসুস্থ পুর পরিষদ কর্মী,বদলির দাবিতে রাস্তা অবরোধ স্থানীয়দের,আটকে পড়েন বিধায়ক, উত্তেজনা

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আমবাসার মহকুমা শাসক (এসডিএম) রিঙ্কু রিয়াং-এর দুর্ব্যবহারের কারণে পুর পরিষদের কর্মী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। জানা গিয়েছে, তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। তাছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে চরম অরাজকতা শুরু করার অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি, এসডিএমকে অন্যত্র বদলি করা হোক। এদিকে, ওই অবরোধে রাস্তায় আটকে পড়েন ৪৭ করমছড়ার বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দের্ববমা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এসডিএমের দাবি, অতীতে এসডিএম-রা অফিসে পরিবেশ তৈরী করে গিয়েছিলেন, যার কারণে তাঁর দূর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আমবাসা মহকুমা শাসকের পরে রিঙ্কু রিয়াং একমাস হয়েছে মাত্র দায়িত্বভার করছেন। তারপর থেকেই চরম অরাজকতা শুরু করেছে বলে অভিযোগ। মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের সরকারি কর্মীদের অ্যাটেনডেন্স দেখেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। তাঁরা আরও জানান, সম্প্রতি সমস্ত বিএলওদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন তিনি। ওই বৈঠকে বিএলওদের উদ্দেশ্য তীব্র আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তিনি বলে অভিযোগ। পদাধিকার বলে আমবাসা পুর পরিষদের মুখ্যকার্য্যনিবাহী

আধিকারিক তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, হঠাৎ আমবাসা পুর পরিষদের দপ্তরে যান এবং কর্মী কৃপাময় দেবকে আধঘন্টার মধ্যে ২০০৫ সালের ভোটার তালিকা বের করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু কৃপাময় দেব বলেন স্বল্পতার কারণে সেই কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এরপরই এসডিএম অফিসের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন ও অপমান করেন। এই ঘটনার পর মানসিক চাপে কৃপাময় দেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে ধলাই জেলার কোলাই হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসকরা জানান, তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। বর্তমানে তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। ওই ঘটনা চাউর হতেই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা আমবাসা মহকুমা অফিসের নিকট ঢলুবাড়িতে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।এরই মধ্যে ৪৭ করমছড়ার বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা রাস্তা দিয়ে যাচ্চিলেন। ওই অবরোধের কারণে আটকে পড়েন তিনি। পরবর্তী সময়ে গাড়ি থেকে নেমে তিনি অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর তাঁদের দাবি পূরণ করা হবে কিন্তু তারপরও স্থানীয়রা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন নি। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠার আগেই সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহেন্দ্র চাকমা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করেন যে আগামী দুই দিনের মধ্যেই এসডিএম রিঙ্কু রিয়াং-এর বদলি কার্য্যকর করা হবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবশেষে স্থানীয়রা পথ অবরোধ তুলে নেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন এলাকাবাসী।এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ৪৭ করমছড়ার বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা বলেন, নিয়মানুযায়ী অফিসের কাজকর্মের জন্য এসডিএমের নির্দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সরকারী কর্মচারীকে গালিগালাজ করা একদম ঠিক হয়নি। এবিষয়ে নিয়ে তিনি খোঁজখবর নিয়ে আলেচনা করবেন।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক ক্লাব সদস্য জানিয়েছেন, মাত্র দুইদিন রয়েছে দূর্গাপুজা। এখন মহকুমা শাসক রিঙ্কু রিয়াং নির্দেশ দিয়েছেন দূর্গাপূজার প্যান্ডেল সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে কিনা তারজন্য এক ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পরীক্ষা করানো হোক। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেনো ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যায়নি। যারফলে দূর্গাপুজা প্যান্ডেল অর্ধসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করে বলেন, বিশ্বকর্মা পুজা দিন তাঁকে প্রসাদ দেওয়া হলে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তিনি। এমনকি, কিছুদিন আগে তহশিলদারদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন তিনি। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে একজন তহশিলদার বাইক নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তিনি বাইক রেখে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসডিএম ওসিকে ঢেকে নিয়ে বাইক আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর এসডিএমকে বদলি করা হোক। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁকে বদলি করা হবে ততক্ষণ পথ অবরোধ চলতে থাকবে। এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসডিএম রিঙ্কু রিয়াং বলেন, পূর্বে থেকেই পুর পরিষদের কৃপাময় দেব অসুস্থ ছিলেন। তিনি চারমাস পর অবসরে যাবেন। আজকের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তিনি অসুস্থ হয়েছেন কিনা তার জানা নেই। তাঁর কথায়, পূর্বে এসডিএমরা একটা পরিবেশ তৈরী করে গিয়েছিলেন যার কারণে তিনি দূর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে।

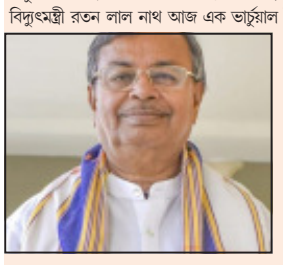

দুর্গাপূজায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রস্তুত বিদ্যুৎ দপ্তর: মন্ত্রী রতন লাল নাথ

খবরেপ্রতিবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর।। দুর্গাপূজার দিনগুলিতে সারা রাজ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রস্তুত রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ এক ভার্চুয়াল বৈঠকের এরপর এই তথ্য

জানান। এদিনের এই বৈঠকে বিদ্যুৎ নিগম এর এমডি, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, জিএম (টিপিজিএল), জিএম (টিপিটিএল), ডিজিএম ও সিনিয়র ম্যানেজাররা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, আজ বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সমস্ত আধিকারিকদের সঙ্গে প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য বৈঠক হয়েছে। ১৬টি বিদ্যুৎ বিভাগ ও ৭৯টি সাব-ডিভিশনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক করা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছেট্রান্সফরমারগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, গাড়ি ও কর্মীদের প্রস্তুত রাখতে হবে। অতিরিক্ত সংস্থাও মোতায়েন করা হবে এবং ১৯১২ নম্বর হেল্পলাইনকে সর্বদা সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, মনারচক থেকে প্রায় ৬০ মেগাওয়াট, রুখিয়া থেকে ১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, এবং মিজোরাম থেকে অতিরিক্ত ৪০ মেগাওয়াট রিজার্ভে রাখা হয়েছে, যা পূজার সময় সরবরাহ করা হবে এবং ক্রিসমাসে ফেরত দেওয়া হবে। তিনি বলেন সব সাব-স্টেশন সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। বিভাগীয় ও সিনিয়র ম্যানেজারদের মতামতও নেওয়া হয়েছে। গত দুই বছর যেমন নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, এ বছরও তার পুনরাবৃত্তি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। এছাড়াও বড় পূজামণ্ডপে আলাদা টিম মোতায়েন করা হবে। দুর্ঘটনা এড়াতে সবরকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, চলতি বছরের ১লা সেপ্টেম্বর বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩৭৬ মেগাওয়াট, আর গতকাল ছিল ৩২০ মেগাওয়াট। দুর্গাপূজায় ২০২২ সালে ছিল ৩৩২ মেগাওয়াট, ২০২৩ সালে ৩১১ মেগাওয়াট, ২০২৪ সালে ৩১২ মেগাওয়াট, আর এ বছর প্রত্যাশা প্রায় ৩৮০ মেগাওয়াট। মন্ত্রী আরও বলেন গত বছর রাজ্যে প্রায় ৩, ৫০০টি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ বছরও এতগুলো অস্থায়ী সংযোগের জন্য আবেদন পড়েছে এবং আগামীকালই তা দেওয়া হবে। প্রতিটি বিদ্যুৎ বিভাগ ও সাব-ডিভিশন স্তরে বিশেষ কন্টোল রুম খোলা হবে।

সত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751